বিদেশী বিনিয়োগের সুফল ও কুফল ।

শিল্প উন্নতির জন্য পুঁজি ও প্রযুক্তি দু'টি মূল্যবান উপাদান । উন্নয়নশীল দেশে উপাদান দু'টির যথেষ্ট অভাব । তাই উন্নয়নশীল দেশকে উন্নত দেশের মুখাপেক্ষি হোতে হয় । উন্নয়নশীল দেশের শিল্প উন্নয়নের অগ্রাধিকার নির্ণয়ের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দেশ ও উন্নত দেশের মতের পার্থক্য বিদ্যমান। উন্নত দেশ চায় না কৃষি নির্ভর উন্নয়নশীল দেশ স্বনির্ভর হোক । খাদ্য শস্য ভিক্ষা দিয়া সে উন্নয়নশীল দেশে নিজ সমর্থন গোষ্ঠি সৃষ্টি করে এবং রাজনীতিতে নাক গলাতে চেষ্টা করে ।

অধিক সংখ্যক মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে নিত্য প্রয়োজনীয় পন্যের চাহিদা বেড়ে যায় । পন্যের আলোচ্য এই চাহিদা আমদানি করে মেটালে কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত এবং আয় বৃদ্ধির পথ রুদ্ধ হবে, ফলে মানুষের আয়ের চেয়ে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে এবং অর্থ কিছু লোকের হাতে পুঞ্জীভূত হবে । অন্যদিকে বিদেশীয় কাঁচামালের সাথে দেশীশ্রম যুক্ত করে পন্য উৎপানে কর্মসংস্থানের সুযোগ কিছু লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে এবং এক্ষেত্রেও অর্থ কিছু লোকের হাতে পুঞ্জীভূত হবে । বিপরীতে যে সকল কাঁচামাল উৎপাদনে অধিক স্থানীয় লোক সম্পৃক্ত, সেই সকল কাঁচামাল ব্যবহারে শিল্পপন্য উৎপাদনে সাধারণ মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও অর্থ প্রবহের পরিধি বৃদ্ধি পাবে, ফলে দেশ সমৃদ্ধিশালী হবে । এর জন্য প্রয়োজন যথাযথ পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ এবং সংশ্লিষ্ট দেশ ও মানুষ উপযোগী প্রযুক্তি ।

বাংলাদেশ ১৪০ মিলিয়ন লোক অধ্যুষিত কৃষি প্রধান একটি দেশ, যার ৮০% লোক এবং অর্থনীতি কৃষির উপর নির্ভরশীল । যত বেশী লোকের মধ্যে অর্থ প্রবহ সম্প্রসারিত করা যাবে, তত বেশী মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, ফলে দেশ তত বেশী উন্নত হবে । পথটি বন্ধুর, তাই কষ্টসাধ্য । স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে পথটি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ১৯৭৫ এর ঘটনার সৃষ্টি । বঙ্গবন্ধুর মর্মান্তিক হত্যাকান্ডের পর পথটি অনুসারিত হয়নি বিধায় বাংলাদেশ বর্তমান অবস্থায় উপনীত ।

স্বাধীনতা উত্তর ভারত ও চীনে পথটি অনুসারিত হয়েছিল । কৃষি ভিত্তিক শিল্পে উৎপন্ন পন্যের দেশীয় বাজার সংরক্ষনের জন্য দেশ দু'টি তদকালে বিদেশী পন্য প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিল । ফলে দেশ দু'টি শিল্প উন্নতি করার জন্য নিজস্ব ভীত নির্মান করতে সমর্থ হয়েছিল । তাই দেশ দু'টি আজ এত উন্নত ।

তবে দেশ দু'টি তার অর্থনীতি ও শিল্প উন্নতির জন্য ভিন্ন দু'টি অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহন করে । ভারতীয় ব্যবস্থায় ১০০০ মিলিয়নের মধ্যে ২৫০-৩০০ মিলিয়ন লোকের ক্রয়ক্ষমতা সম্পন্ন একটি মধ্যবিত্ত শ্রেনীর জন্মসহ ডালমিয়া, টাটা, বিড়ালা ও গোয়েঙ্গা নামের কয়েকটি পুঁজিপতি পরিবার সৃষ্টি করে । বিপরীতে চীনের অনুসারিত ব্যবস্থায় সে দেশের ১০০০ মিলিয়নের মধ্যে ৫০০-৬০০ মিলিয়ন লোকের ক্রয়ক্ষমতা সম্পন্ন একটি বিরাট মধ্যবিত্ত শ্রেনীর জন্ম দেয় । চীনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পুঁজিপতি সৃষ্টি না হওয়ায় ভারতসহ অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের চেয়ে তুলনামূলক ভাবে চীনে উৎপাদিত পন্যের মূল্য কম হয় । ফলে বিশ্বায়নের বদৌলতে ভারতীয় পন্য নিজ আভ্যন্তরীণ বাজারে চীনের পন্যের কাছে মার খাচ্ছে ।

পুঁজি যত বেশী পুঞ্জীভূত হবে পন্যের উৎপাদন ব্যয় তত বেশী বৃদ্ধি পাবে । উন্নত দেশের পুঁজি কর্পোরেট পুঁজিতে রূপান্তরিত হওয়ার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ উন্নত দেশে উৎপাদিত পন্যের মূল্য

অধিক। তাই চীন ও ভারত উন্নত দেশের বাজার দখল করে নিয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দিক দিয়ে উন্নত। তবে আবিষ্কারকে পেটেন্টে করে যুক্তরাষ্ট্রে পন্য উৎপাদন ব্যয় অধিক হবে, ফলে বাজারে তার পন্য মার খাবে। তাই ঐ আবিষ্কারের পেটেন্টে সে ধরে রাখতে পারবে না। অবস্থা প্রেক্ষিতে মনে হচ্ছে মার্কিন বিশ্ব-নেতৃত্ব এশিয়ায় স্থানান্তর অবশ্যম্ভাবী।

সেতারা হাশেম ২৩/০১/০৬